চার্বাকদর্শনম্

"প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ "ইতি চার্বাকমতং সর্বদর্শনসংগ্রহানুসারতঃ সকারণং প্রতিস্থাপ্যতাম্ ।

প্রমাণবাদ বা জ্ঞানতত্ত্বরূপ ভিত্তিপ্রস্তরের উপর নির্মিত চার্বাকদর্শনসৌধ ।যথার্থানুভূতিই প্রমা এবং এই প্রমার সাধনই প্রমাণ -'প্রমাকরণং প্রমাণম্' ।চার্বাকমতে প্রতিটি জীবেরই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় বিদ্যমান যাদের দ্বারা জীবমাত্রই বাহ্য এবং আন্তরবিষয় প্রত্যক্ষ করে ।তাই প্রত্যক্ষজ্ঞানই যথার্থ পদবাচ্য এবং প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয় ।কারণ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য জ্ঞান লব্ধ হয় এবং সত্য একমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষেই জ্ঞাত হওয়া যায় ,উপায়ান্তরে হয় না ।সুতরাং প্রত্যক্ষ হলো সাক্ষাৎ অনুভব এবং প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান অভ্রান্ত ।রজ্জুতে সর্পজ্ঞানস্থলে প্রকৃতপক্ষে সর্প না থাকায় তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ হয় না ,তাই একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় মাত্র ।

চার্বাকদর্শনে প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকৃত না হওয়ার কারণ :

প্রথমতঃ চার্বাকমতে যে জ্ঞানে নিশ্চয়তা আছে এবং কোন প্রকার ভ্রান্তি বা সংশয়ের সম্ভাবনা তাকে না তাকেই জ্ঞান বলে ।কিন্তু প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান সংশয়বিমুক্ত জ্ঞান নয় ।ফলে প্রত্যক্ষভিন্ন যে কোন জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা তাকে ।

দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষপ্রমাণ কোন না কোন ভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ।ফলে প্রত্যক্ষপ্রমাণ তথাকথিত অন্যপ্রমাণগুলির উপজীব্য ।সুতরাং প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য পরোক্ষপ্রমাণ স্বীকার অনুচিত ।

তৃতীয়তঃ চার্বাকমতে অনুমানের ভিত্তি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তা প্রত্যক্ষমূলক হলেও হেতু এবং সাধ্যের সর্বকালীন সর্বদেশের সাহচর্য প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানই অসম্ভব ।শব্দপ্রমাণও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি হতে পারে না ।কারণ,এই প্রমাণ অনুমাননির্ভর এবং এরূপ স্বীকারে অনবস্থা দোষ অবশ্যম্ভাবী ।সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান বা শব্দপ্রমাণ স্বীকার নিরর্থক ।আবার উপমিতি বা উপমান প্রমাণ কেবলমাত্র সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধকেই বোধ করায় ,অনৌপাধিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধক হওয়ার সামর্থ এর নেই।

চতুর্থতঃ ভারতীয় দর্শনস্বীকৃত বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে বিরোধে একমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই তার নিষ্পত্তি সম্ভব হওয়ায় এই প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ অনস্বীকার্য ।

পঞ্চমতঃ কোন বিষয়কে প্রত্যক্ষ করার কালে ঐ বিষয়ে অনুমান প্রবৃত্ত হয় না ,কারণ যেখানে অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ উভয়জ্ঞান প্রতিপন্ন হয় সেখানে প্রত্যক্ষই প্রবলতর স্বীকার্য ।তাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ পদবাচ্য ।

ষষ্ঠতঃ যে বস্তুর প্রকৃত প্রত্যক্ষ সম্ভব তাই কেবলমাত্র অস্তিত্বশীল বা সৎ হতে পারে ।সুতরাং বস্তুটির সত্ত্বাবিধায়ক প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার্য ।

সপ্তমতঃ মানুষমাত্রই যথার্থ জ্ঞানের জন্য প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে এবং সফল হয় ।সেক্ষেত্রে অন্য প্রমাণের দ্বারা সফলতাপ্রাপ্তি নাও হতে পারে ।আবার চার্বাকেরা মনে করেন ,যা প্রত্যক্ষাগ্রাহ্য তাই বাস্তব ।অপরপক্ষে ঈশ্বর ,আত্মা ,প্রভৃতি প্রত্যক্ষের অগোচর হওয়ায় তা অলীক ।যারা অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন ,তারাও প্রত্যক্ষকে সর্বাপেক্ষা বলবানরূপে স্বীকার করেন ।সুতরাং একমাত্র প্রত্যক্ষই স্বীকার্য ,অন্য প্রমাণ নয় ।

সমালোচনা :

চার্বাকদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন ।

ক) যদি প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হয় ,তবে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না ।কারণ ,ইন্দ্রিয়গুলির কোনটি প্রত্যক্ষের বিষয় নয় ।আবার চার্বাকমতে যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়,তা অস্তিত্বহীন ।ফলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে অবশ্যই অস্তিত্বহীন স্বীকার করতে হয় ।কিন্তু ইন্দ্রিয় অস্তিত্বহীন হলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকে না ।তাই চার্বাকমত স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট ।

খ) প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ যা সর্বদেশ ও সর্বকালকে বিষয় করে ,ফলে চার্বাকদের প্রাত্যয়িক প্রমাণবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না ।আবার চর্বাকমতের বিরুদ্ধে সংশয়ে যদি চর্বাক যুক্তির দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেন ,তবে তাঁদের অনুমানকে অবশ্যই প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হবে ।কারণ, কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ।

গ) প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদ স্বীকার করলে অপ্রত্যক্ষ বিষয় বা বস্তু ,যেমন কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় ,কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় চার্বাকমত গ্রাহ্য নয় ।

ঘ)প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ই অস্তিত্বশীল এবং যথার্থ একথা বলা যায় না ,কারণ নীল সমুদ্র প্রত্যক্ষ হলে ও যথার্থ নয় ।আবার গোলাকার পৃথিবী অপ্রত্যক্ষ হলে ও যথার্থ ।

ঙ) প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অন্য প্রমাণ স্বীকার না করলে অনুমানের বিরুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায় না ।কারণ, ব্যাপ্তিতে সংশয় প্রকাশ করলে অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয় ।আবার চার্বাকগণ যখন নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যমত খণ্ডন করেন তখন উক্ত মত যে ,তার বিরোধী তাও অনুমানের দ্বারাই নিশ্চিত হতে পারে ।সুতরাং প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ তা স্বীকার্য নয়, ইহাই চার্বাকবিরোধিদের সিদ্ধান্ত ।

কথং চার্বাকাঃ জড়বাদিনঃ স্বভাববাদিনঃ বা ?
অথবা
চার্বাকৈঃ স্বীকৃতানি চত্বারি ভূতানি আলোচ্যতাম্

''কঃ কন্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষন্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাঞ্চ ।
মাধুর্য্যমিক্ষোঃ কটুতাঞ্চ নিম্বে স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্ ।।''

বহুমুখী ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারায় স্থূল জড়বাদ 'চার্বাক মতবাদ 'নামে পরিচিত ।বেদ ও বিভিন্ন উপনিষদে সংশয়বাদ ,অজ্ঞেয়বাদ ,যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদের বীজ উপ্ত ছিল ।এই সকল বিক্ষিপ্ত চিন্তাসমূহের একটি সুসংহত ও সমন্বিত দার্শনিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় চার্বাক জড়বাদে ।যদিও সাধারণভাবে স্থূল জড়বাদ চার্বাক মতবাদ বলে পরিচিত ,তবুও চার্বাক মতবাদ কোন একটিমাত্র মতবাদ নয় ।বস্তুতঃপক্ষে এই মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের সমাহার ।অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে ,চার্বাক সম্প্রদায়ের নানা উপসম্প্রদায় আছে ।এই সম্প্রদায়ের প্রধান তিনটি উপসম্প্রদায়কে বৈতন্ডিক ,ধূর্ত ও সুশিক্ষিত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে ।বৈতন্ডিক চার্বাক সম্প্রদায় লোকায়ত ,তত্ত্বোপপ্লববাদী প্রভৃতি নামেও পরিচিত ।এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন তত্ত্ব নেই ,পরমতখন্ডনই এদের প্রধান লক্ষ্য ।এমনকি প্রত্যক্ষপ্রমাণও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয় নি ।ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায় স্বভাববাদ ,দেহাত্মবাদ ,ভূতচৈতন্যবাদ ও প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদের সমর্থক ।ঈশ্বর ,আত্মা ,আকাশ,পুনর্জন্ম ও কার্য-কারণ সম্পর্ক এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত নয় ।সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় লোকব্যবহারের নিমিত্ত অনুমান ,কার্য-কারণসম্পর্ক ,অথর্ববেদ ও গান্ধর্ববেদের প্রামাণ্য ,পুরুষার্থরূপে অর্থ এবং কাম প্রভৃতি স্বীকার করেন ।তবে ঈশ্বর ,ইন্দ্রিয়াদি অতিরিক্ত আত্মা ,পুর্জন্ম ,কর্মফল বা অনুমানের যথেচ্ছ ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বীকরত হয় নি ।উক্ত বিভিন্ন চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ই সাধারণের কাছে 'চার্বাক সম্প্রদায় 'বলে সমধিক পরিচিত এবং এই সম্প্রদায়েরই মূল লক্ষ্য হ'লো -

''যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ।
ভস্মীভুতস্য দেহস্য পুনরাগমণং কুতঃ ''।।

বলাই বাহুল্য যে ,ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যে চার্বাকের জড়বাদ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ।যে মতবাদ জগৎ ও জীবনকে কেবল জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বা জীবনকে জড়েরই রূপান্তর বলে বর্ণনা করে সেই মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ ।চার্বাক সম্প্রদায় জড়তত্ত্বকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন ।এই মতে চেতনা জড় থেকে উৎপন্ন এবং জড়েরই গুণ বা ধর্মবিশেষ ।চার্বাক সম্প্রদায়কে তাই জড়বাদী সম্প্রদায় বলা হয় এবং এই জড়বাদকে স্থূল জড়বাদ বলা হয় ।যেহেতু চার্বাকগণের এই মতবাদ লৌকিক ধানধারণাকে প্রতিফলিত করেছে এবং লোকে বিশেষরূপে বিস্তৃত ছিল তাই একে লোকায়ত দর্শন বলে ।

জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে চার্বাক জড়বাদ ঈশ্বর ,অদৃষ্ট বা ব্যতিক্রমহীন ও অত্যাবশ্যক কার্য-কারণ নীতিতে বিশ্বাস করে না ।তাঁদের মতে জগৎ সৃস্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই এবং অত্যাবশ্যক কার্যকারণ নীতি অপ্রতিষ্ঠিত ।তাই তারা পৃথিবী ,জল ,অগ্নি ও বায়ু -এই চারটি ভূতকেই চারটি তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন -''তত্র পৃথিব্যাদীনি ভুতানি চত্বারি তত্ত্বনি ''।এই চারটি ভূত সকল বস্তুর মূল উপাদান ।এই ভূতচতুষ্টয় যখন দেহদির আকারে পরিণত হয় ,তখন বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হতে মাদক শক্তির মতো ঐগুলি হতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় এবং দেহাদির উপাদানভূত এইগুলি বিনষ্ট হলে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়ে যায় ।অর্থাৎ বৃক্ষের নির্যাসমাত্রই তাতে মদশক্তি থাকে না ,তা বিকৃত বা পরিণত হলে তা থেকে মদশক্তি উৎপন্ন হয় ।অনুরূপভাবে দেহাদির উপাদান পৃথিবী প্রভৃতির অবিকৃত অবস্থায় চৈতন্য থাকে না ,ঐগুলি বিকারগ্রস্ত বা পরিণত হলে আতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় ।তাই মাধবাচার্য বলেন -''তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যোমদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি ।তদহিঃ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভুতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি ''।

সুতরাং চার্বাকদের মতে জগতের সবকিছুই এই চারটি ভুতের সমন্বয়ে সাধিত হয় ।প্রতিটি বস্তুরই নির্দিষ্ট স্বভাব আছে এবং সেই স্বভাব অনুযায়ী জগতে নানারূপ কার্য ঘটে ।এই স্বভাব অপরিবর্তনীয় বা অত্যাবশ্যক কিছু নয় ।কালক্রমে এই স্বভাবেরও পরিবর্তন হতে পারে ।চার্বাকদের এই মতবাদকে বলা হয় স্বভাববাদ ।এ প্রসঙ্গে বার্হস্পত্যসূত্রে বলা হয়েছে --

''অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ ব্যবস্থিতিরিতি ''।।

অর্থাৎ অগ্নির স্বভাব যেমন উষ্ণতা ,জলের স্বভাব শীতলতা ,বায়ুর স্বভাব অনুষ্ণতা ও অশীতলতা ,তেমনি জগতের বৈচিত্র্যও বস্তুর স্বভাবের বৈচিত্র্য থেকেই সম্ভব হতে পারে ।তার জন্য ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে স্বীকারের যুক্তি নেই ।চার্বাক জড়বাদ এই স্বভাববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে , ভারতীয়দর্শনে চার্বাক জড়বাদের উৎপত্তি ও পরিণতি মুখ্যত উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে ।বস্তুর স্বভাবের উপর ভিত্তি করে চতুর্বিধ জড়দ্রব্যের মাধ্যমেই চার্বাকগণ জগৎ ও জীবনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ।ভারতীয় দর্শনে অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না ।

উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের অনুসারী অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় চার্বাকগণের উক্ত জড়বাদী ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা করেছেন ।বস্তুতঃ শুধুমাত্র জড়তত্ত্ব জগৎ ও জীবনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না ।জগতের সুশৃঙ্খলা সৃষ্টিতত্ত্বকে উদ্দেশ্যাভিমুখী বলে প্রমাণ করে ।কোন চেতনসত্তা ছাড়া এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না ।আধুনিককালে উন্নততর পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানও জড়বাদী ব্যাখ্যাকে আপেক্ষিক বলে বর্ণনা করেছে ।শুধু পার্থিব জগৎ নয় ,চন্দ্র ,সূর্য ,গ্রহ ,নক্ষত্র এককথায় সমগ্র সৌরজগৎ কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন ।চার্বাক যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদ এই শৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম ।নিয়ম ও শৃঙ্খলা ,ঐক্য ও বৈচিত্র্য অন্ধ জড়শক্তির যান্ত্রিক গতিক্রিয়া বলে বিবেচিত হতে পারে না ।জাগতিক বস্তুসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন ,তাদের বিস্ময়কর বিন্যাস এবং সুনিপুণ সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক ।এই চেতনশক্তির দ্বারাই এই সকল উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে ।উপরন্তু মানুষের মধ্যে আছে মূল্যায়নের প্রবৃত্তি ।এই মূল্যায়নের প্রবৃত্তিকে কোনভাবেই জড়ের স্বভাবগত ধর্ম বলে বিবেচনা করা যায় না ।এই প্রবৃত্তিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হ'লে জড়ের অতিরিক্ত আত্মিক শক্তি স্বীকার করতে হয় ।এই আত্মিক শক্তি কোনভাবেই জড়ভূতচতুষ্টয় থেকে উৎপন্ন গুণ বা ধর্ম হতে পারে না ।তথাপি চার্বাকগণ জড়ভূত হতে সৃষ্ট চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মারূপে স্বীকার করে বলেছেন -

''চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা ,
দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ''।

বৌদ্ধমাধ্যমিকমতানুসারতঃ সর্বশূন্যত্ববাদস্বরূপমালোচ্যতাম্

মেঘোদরবিনির্মুক্তং কর্পূরদলশীতলং।
যথা তু সুখপবনম্ ব্যজতি সর্বমানসম্ ।।
চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তথৈব সর্বশূন্যতম্ ।
অনুভবতি জগতি ইতি তু বৌদ্ধসম্মতম্ ।।

যে আপাতরম্য রঙিন ফানুসে মানসপরিভ্রমণে সুতৃপ্ত মহাজান বৌদ্ধমাধ্যমিকসম্প্রদায় তৎকালীন দর্শন মানসিকতায় সৃষ্টি করেছিলেন এক নবীন প্রাপ্তির হিল্লোল , অনাস্বাদিত রসসিঞ্চনে রসায়িত করেছিলেন তাঁদের হৃদয় ,সেই আপাতসুন্দর রঙিন তত্বফানুস হলো 'সর্বশূন্যত্ববাদ ',যার নির্ভরতায় বৌদ্ধগণ তারণ করেছেন তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মুখ্য তত্বার্ণব ।একান্ত সৎ,একান্ত অসৎ প্রভৃতি অস্বীকারের দ্বারা সৃষ্ট মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের কৃতযত্ন শূন্যবাদরূপ পতাকা যাঁর স্পর্শধন্য হয়ে দর্শনাকাশে প্রথম উড্ডীন হয় এবং সূচিত করে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ,তিনি হলেন শূন্যবাদের প্রধান প্রবক্তা 'নাগার্জুন '।
ভগবান বুদ্ধের উপদেশ বিষয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ মাধ্যমিক শিষ্যগণের মতে ,ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুপাদ প্রসারণন্যায়ে প্রথমে বস্তুসমূহের ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদন করায় বস্তুর স্থায়িত্ব নিরাকৃত হয়েছে ।দ্বিতীয়তঃ সকল বস্তুকে দুঃখাত্মক নিরূপণের দ্বারা বস্তু যে সুখস্বভাব নয় ,তা প্রতিপাদন করেছেন ।তৃতীয়তঃ বস্তুর স্বলক্ষণত্ব উপদেশের দ্বারা অনুগত ধর্মের অস্তিত্ব নিরাকৃত হওয়ায় পদার্থমাত্রের অসত্যত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা তা শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে-
''ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতসর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্যবসানাম্ ।''
তাই বুদ্ধের উপদেশ হলো সকল তত্বই শূন্যরূপে চিন্তনীয় ।যেমন ,শুক্তিতে রজতভ্রমের পর ঐ ভ্রমের নিষেধ হলে কোথাও রজত নাই -এই জ্ঞান হয় ।এইরূপস্থলে আমার দ্বারা স্বপ্নে বা জাগরণে কোথাও রজতদৃষ্ট হয় নি,এইরূপ উপলব্ধির দ্বারা রজতাদিবিশিষ্ট জ্ঞানের নিষেধ হয়- '' স্বপ্নে জাগরণে চ ন ময়া দৃষ্টমিদং রজতাদীতি বিশিষ্টনিষেধস্যাপলম্ভাৎ ''।সত্যই রজতদর্শন সম্ভব হলে প্রথমতঃ রজতদর্শনরূপ ক্রিয়া ,দ্বিতীয়তঃ ইদমাকার শুক্তিরূপ ভ্রান্ত রজতাধিষ্ঠান,তৃতীয়তঃ ঐ অধিষ্ঠানে আরোপিত রজতত্ব এবং চতুর্থতঃ রজতত্বের সঙ্গে শুক্তির সমবায়রূপ সম্বন্ধ এ সমস্তই সত্যত্বে পর্যবসিত হতো ।অর্থাৎ ভ্রান্তিস্থলে রজতদর্শন সত্য হলে সমস্ত অবস্থাকেই সত্যরূপে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যা সাকলেরই অনভিপ্রেত ।কারণ রজতদর্শনকে সকলেই ভ্রান্তরূপে স্বীকার করেন এবং বিশেষণ দ্রষ্টা ও দৃশ্য প্রভৃতির নিষেধ হওয়ায় সমস্তকিছুরই শূন্যতা উপলব্ধ হয় ।কারণ ,বিষয়ের দোষে ,ইন্দ্রিয়ের দোষে অথবা প্রমাতার দোষে আমাদের এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে মনে হয় ।
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলে ।যথা-শুক্তিতে রজতজ্ঞান , রজ্জুতে সর্পজ্ঞান প্রভৃতি ।জ্ঞানের যেমন আশ্রয় ও বিষয় বিদ্যমান ভ্রমজ্ঞানেরও আশ্রয় ও বিষয় বিদ্যমান ।শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে শুক্তি হলো অজ্ঞানের বিষয় বা অধিষ্ঠান এবং অজ্ঞান তার অধিষ্ঠানকে আবৃত করে থাকে ,ফলে ভ্রমজ্ঞানে তা ভাসমান হয় না ।সুতরাং শুক্তিতে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত রজতাদিজ্ঞান কখনও সত্য হয় না এবং বিশিষ্টদর্শনের নিষেধ হওয়ায় দৃশ্য ,দ্রষ্টা প্রভৃতি সমস্তকিছুর নিবৃত্তির দ্বারা সর্বশূন্যত্ব প্রতিস্থাপিত হয় -''তস্মাদধ্যস্তাধিষ্ঠানতৎসম্বন্ধদর্শনদ্রষ্টৃণাং মধ্যে একস্যৈকস্য বা অসত্ত্বে নিষেধবিষয়ত্বেন সর্ব্বস্যাসত্ত্বং বলাদাপতেদিতি ভগবতোপদিষ্টে মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্।''
কিন্তু নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে,অভাববোধ নঞ্ বিশিষ্ট ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হলেও সর্বত্র সবকিছুর নিষেধ হয় না ,কিন্তু ক্রিয়ার নিষেধ হয় ।যেমন ,অন্ধকারে ঘট থাকলেও তার দর্শন হয় না , যেখানে দর্শন ক্রিয়ার নিষেধ হলেও কর্ম ঘটের নিষেধ হয় না ।বস্তুতঃ যার বাধ হয় তারই নিষেধ হয় ।বিশেষণবিশিষ্ট দর্শন ক্রিয়ার নিষেধে দ্রষ্টা নিষেধ হয় না ।কারণ, দ্রষ্টার স্মরণ হয় 'আমি স্বপ্নে রজতদর্শন করেছিলাম ,কিন্তু তা মিথ্যা '।যেহেতু অনুভবকারীরই স্মরণ হয় এবং দ্রষ্টার নিষেধ হলে স্মরণের উপপত্তি হয় না ।
নৈয়ায়িকের এই আপত্তির নিরসনে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ অর্ধজরতীয় কল্পনা অনুচিত ।একটি কুক্কুটীর অর্ধাংশ জরতী যা পাকক্রিয়ার জন্য এবং অপরাংশ যুবতী যা প্রসবের জন্য -এরূপ কল্পনাকে অর্ধজরতী কল্পনা বলে ।মাংসভোজন ও ডিম্বপ্রসব -এই উভয়সিদ্ধির জন্য এরূপ কল্পনা করা হলেও তা বাস্তবে অসম্ভব ।মাংসভোজনের জন্য অর্ধাংশ ছেদন করলে ডিম্বপ্রসবের জন্য আর অর্ধাংশ জীবিত থাকে না ।অতএব ঐ কল্পনার দ্বারা উভয়সিদ্ধি হয় না -'' ন চার্ধজরতীয়মুচিতং,ন হি কুক্কট্যা একো ভাগঃ পাকায় অপরো ভাগঃ প্রসবায় কল্প্যতামিতি কল্প্যতে ।''অভিপ্রায় এই যে ,বিশিষ্ট নিষেধস্থলে বিশিষ্টের কোন অংশের সত্যত্ব আবার কোন অংশের মিথ্যাত্ব কল্পনা উক্ত কল্পনাবৎ অসঙ্গত ।বিশিষ্ট নিষেধস্থলে বিশিষ্টের অন্তর্গত একের বা বহুর নিষেধ স্বীকার করে সকলের নিষেধ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত ।সুতরাং সকল বস্তুর শূন্যতাই স্বীকার্য ।
তাই শূন্যতার স্বরূপবিষয়ে মাধ্যমিকগণ মনে করেন নিঃস্বভাবতাই শূন্যতা ।অর্থাৎ পদার্থ চারটি ভাবে জ্ঞাত হতে পারে -সৎ,অসৎ।সদসৎ ও সদসদ্‌ভিন্ন ।কিন্তু পরমতত্ব এই প্রকারে জ্ঞাত হতে পারেন না ।সুতরাং চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তত্বই শূন্যরূপে স্বীকৃত ।তাই বলা হয়েছে -

''অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যমেব ''।

অর্থাৎ সৎকোটি,অসৎকোটি,সদসৎকোটি এবং অনুভয়কোটি -এই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত তত্বকেই শূন্য বলা হয় ।

দেহাত্মবাদঃ

চার্বাকস্বীকৃতঃ মতবাদোऽয়ম্ ।চার্বাকদর্শনে পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি । ভূতচতুষ্টয়মিদং বস্তুসমূহানাং মৌলোপাদানম্ ।তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যঃ মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে ,তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি ।তৎ চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা ,দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ।প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ ।অনুমানাদেঃ অঙ্গীকৃতে প্রামাণ্যে প্রত্যক্ষমাত্রেণ প্রাপ্তং বিষয়ং স্বীকার্যম্ ।প্রত্যক্ষেন দেহমাত্রমেব গ্রাহ্যং ন তু দেহাতিরিক্তাত্মা ।অতঃ চার্বাকাঃ অনুমানেন আগমেন বা সিদ্ধান্তিত্বাত্মানং ন স্বীকৃতাঃ ।চার্বকমতে স্বীকৃতে দেহাত্মবাদে স্থূলঃ অহম্ ,কৃশঃ অহম্ ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যোপপত্তির্ভবেৎ ।পরন্তু অত্রাপি প্রশ্নঃ ভবেৎ ,দেহে আত্মত্বারোপে সতি 'মম শরীরম্ 'ইতি ব্যবহারঃ কথং ভবতি ?এতদুত্তরে চার্বাকাঃ বদন্তি ব্যবহারোऽয়ম্ রাহোঃ মস্তকবৎ ঔপচারিকঃ গৌণশ্চ ।'রাহোঃ শিরঃ 'অত্র যথা রাহুঃ শিরশ্চ অভিন্নঃ 'মম শরীরম্' অত্রাপি অহম্ শরীরশ্চাভিন্নঃ ।

জৈনদর্শনম্

পঞ্চমহাব্রতম্

জৈনাচার্যবর্ণিতেষু জিনত্ত্বেষু সম্যক্‌চারিত্রমন্যতমম্ ।সর্বথা গর্হিতকর্মত্যাগমেব সম্যক্‌চারিত্রম্ যত্তু অহিংসা-সূনৃত-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহরূপং পঞ্চমহাব্রতসমন্বিতম্ ।স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জীবিতপদার্থস্য জীবনহানিকরানিষ্টকার্যাৎ নিবৃত্তিরেব অহিংসা ।প্রিয়ং হিতং মনোহারকঞ্চ বাক্যপ্রয়োগং সূনৃতরূপমহাব্রতম্ -'প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতং ব্রতমুচ্যতে '।স্তেয়েতি শব্দার্থঃ চৌর্যবৃত্তিঃ ।দানরহিতপদার্থস্য অগ্রহণমেব অস্তেয়ব্রতম্ -'অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতম্ '।যতঃ,বাহ্যপ্রাণসদৃশেন ধনাহরণেন মনুষ্যাঃ হতাঃ ভবন্তি ।মনসা কায়েন বাচা চ পারলৌকিকেহলৌকিকবর্দ্ধনার্থং কৃতানুমতকারিতৈঃ কর্মত্যাগমেব ব্রহ্মচর্যব্রতং ।সর্বভাবেষু মোহপরিত্যাগমেব আপরিগ্রহরূপমহাব্রতম়④।যতঃ ঈপ্সিতদ্রব্যজাতমোহেন চিত্তচাঞ্চল্যং ভবতি ,বন্ধু অঙ্গীকারকম্ । পঞ্চমহাব্রতমিদং পঞ্চভাবনয়া ভাবিতে সতি অক্ষয়গতিপ্রদানং করোতি ।

④ 'ঊর্ধ্বভাগেষু মূর্চ্ছাপ্যাসঃ ম্যাদপরিগ্রহঃ ?

অনেকান্তবাদঃ

আর্হতানাং মতবাদঃ অয়ং স্যাদ্বাদঃ যস্য নামান্তরম্ ।স্যাদ্বাদঃ সপ্তভঙ্গিন্যায়াখ্যম্ ।তদ্ যথা-স্যাদস্তি ,স্যান্নাস্তি,স্যাদস্তি চ নাস্তি চ,স্যাদবক্তব্যঃ ,স্যাদস্তি চাবক্তব্যঃ ,স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য ইতি ।স্যাদ্বাদিনঃ জৈনাঃ।তেষাং মতে জ্ঞানসমূহঃ অনেকান্তকঃ আপেক্ষিকসত্যঃ বা ।যদি বস্তু অত্যেকান্ততঃ সর্বথা সর্বদা সর্বত্র সর্বাত্মনাস্তীতি ন উপাদিৎসাজি হাসাভ্যাং ক্বচিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ প্রবর্তেত নিবর্তেত বা ।প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাদ্ হেয়হানানুপপত্তেশ্চ ।অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কেনচিৎ সত্ত্বেন হানোপাদানে প্রেক্ষাবত্তামুপপদ্যেতে ।কিন্তু বস্তুনঃ সত্ত্বং স্বভাবঃ অসত্ত্বং বেত্যাদি প্রষ্টব্যম্ ।ন তাবদস্তিত্বং বস্তুনঃ স্বভাবঃ ইতি সমস্তি ঘটোऽস্তীত্যনয়ো পর্যায়তয়া যুগপৎপ্রয়োগাযোগাৎ ।নাস্তীতি প্রয়োগবিরোধাচ্চ এবমন্যত্রাপি যোজ্যম্ ।পুনরপ্যানির্বচনীয়মতেনামিশ্রিতানি সদসদাদিমতানীতি ত্রিবিধাঃ ।তান্ প্রতি কিং বস্তু অস্তীত্যাদিপর্যনুযোগে কথঞ্চিদস্তীত্যাদিপ্রতিবচনসম্ভবেন তে বাদিনঃ সর্বে নির্বিণ্নাঃ সন্তঃ মৌনীমাসত ইতি সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়িনঃ স্যাদ্বাদমঙ্গীকুর্বতস্তত্র তত্র বিজয় ইতি সর্বমুপপন্নম্ ।

কাশকুশাবলম্বনন্যায়ঃ (সর্বদর্শন)

বৌদ্ধৈঃ ক্ষণিকত্ববাদসমর্থনাভিপ্রায়ে প্রমানং প্রদত্তম্ -''যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং ,যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী ''ইতি ।পরন্তু জৈনৈঃ এতৎ ন স্বীক্রিয়তে ।জৈনমতে যদ্যাত্মা ক্ষণিকঃ স্বীক্রিয়তে তর্হি তদেহ লৌকিকপারলৌকিকফলসাধনসম্পাদনং বিফলং ভবেৎ ।যতঃ ন হ্যেতৎ সম্ভবতি অন্যঃ করোতি অন্যো ভুঙক্ত ইতি ।এতদুত্তরে বৌদ্ধাঃ বদন্তি 'প্রমাণবত্ত্বাদায়াতঃ প্রবাহঃ কেন বার্যতে'ইতি ন্যায়েন যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকমিত্যাদিনা প্রমাণেন ক্ষণিকতায়াঃ প্রমিততয়া তদনুসারেন সমানসন্তানবর্তিনামেব প্রাচীনঃ প্রত্যয়ঃ কর্মকর্তা উত্তরঃ প্রত্যয়ঃ ফলভোক্তা ।বৌদ্ধাঃ তস্যঃ বক্তব্যস্য সমর্থনাৎ দৃষ্টান্তত্রয়ং প্রদর্শিতাঃ ।তেষু মধুররসসিক্তাম্রবীজস্য দৃষ্টান্তং প্রথমম্ ,দ্বিতীয়ন্তু লাক্ষারসসিক্তকার্পাসবীজস্য দৃষ্টান্তম্ ,তৃতীয়ঞ্চ লাক্ষারসসিক্তপুষ্পস্য দৃষ্টান্তম্ ।পরন্তু জৈনৈঃ ইদং দৃষ্টান্তত্রয়ং কাশকুশাবলম্বনন্যায়েন প্রত্যাখ্যাতম্ ।অস্য ন্যায়স্য অবমার্থঃ ,কাশঃ শরণি দৃশ্যতে ,কুশঃ অপি তৃণবিশেষঃ ।তৃণদ্বয়ং ঈদৃশং ক্ষীণং যৎ জলে নিমজ্জমানঃ কোऽপি তস্মিন্ বিপদি এতস্য তৃণদ্বয়স্যাবলম্বনাং কৃত্বা ন জীবতি ।যতঃ ঈদৃশং ক্ষীণাকারং দুর্বলতৃণং বলাদাকৃষ্যমানে সতি নির্মূলং ভবতি ,অপরস্য রক্ষণং তু দূরস্তম্ ।অত্র জৈনাঃ মন্যন্তে বৌদ্ধপ্রদর্শিতোক্তদৃষ্টান্তত্রয়মপি কাশকুশবদীদৃশং দুর্বলং ক্ষীণঞ্চ ,অনেন দৃষ্টান্তেন বৌদ্ধাঃ তস্য স্থাপিতমতং দৃঢ়ীকর্তুমসমর্থাঃ ভবিষ্যন্তি ।